মেট্রোপলিটান্ পিকচার্স-এর

হাস্য-রস-মধুর কৌতুক-চিত্র

অভিসারিকা

কাহিনী : অয়স্কান্ত বক্সী

পরিচালক : ধীরেন গাঙ্গুলী
সহঃ পরিচালক : অয়স্কান্ত বক্সী
ব্যবস্থাপক : গণপৎ রায় চৌধুরী
সুর-শিল্পী : সত্যানন্দ দাস
ধারা-রক্ষী : রবি দে

বিভিন্ন ভূমিকায় : ভি-জি, সাবিত্রী, আশু বোস (এঃ), রাজলক্ষ্মী, হীরালাল চট্টোঃ, প্রকাশমণি, তারাপদ ভট্টাঃ, মতিবালা, সত্য মুখার্জ্জী, ভবানী দেবী, নবদ্বীপ হালদার
কমলাবালা, পশুপতি সামন্ত এবং গোপাল

কথিকা

উকিল বিকাশ বড়লোকের ঘর জামাই। সংসারে তার শাশুড়ী আর স্ত্রী। শাশুড়ীটি তার একটি জ্যান্ত পিনাল্ কোড। তাঁর ভয়ে সে সদাই তটস্থ—এদিকে ওদিকে চাইবার জোটি নেই। তবু, বিকাশের অন্তরে রোমান্সের স্পৃহা কোন নব্য তরুণের চেয়েই কম নয়। শাশুড়ী যেদিন বৌটিকে নিয়ে মধুপুর রওনা হলেন—বিকাশ যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলো। ষ্টেশন থেকে ফিরতে পথে দেখা বহুদিন পরে—কলেজ মেট্ সুহাসের সঙ্গে। বিকেলে তাদের বোটানিকাল গার্ডেনে যাবার এনগেজমেন্ট হ'ল।...বিকাশ যথাসময়ে বিকেলে গার্ডেনে গিয়ে হাজির—কিন্তু, সুহাসের দেখা নেই। তার বদলে সে দেখে একটি তরুণী তার সামনে খালের ধারে দাঁড়িয়ে। তখনি বিকাশের মন চঞ্চল হোয়ে ওঠে। হঠাৎ কি হয়—মেয়েটি খালের জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে। বিকাশ তাকে উদ্ধার করবার এমন সুযোগ হারাতে চায়না—ঝাঁপিয়ে পড়ে সেই জলে।

বহুকষ্টে ওপরে তুলে প্রহরী ও জনতার হাত এড়িয়ে—বাইরে এসে প্রশ্ন করে—"কোথায় আপনার বাড়ী?"

তরুণী বলে—"বাড়ী আমি যাবনা। ছেড়ে দিন আমি গঙ্গায় ডুবব।"... কিন্তু কোন্ প্রাণে বিকাশ তাকে গঙ্গায় ডুবতে দেয়? তাই তাকে এনে তুলতে হ'ল তার শ্বশুর বাড়ীতে। হঠাৎ এমনি সময় আসে শাশুড়ীর টেলিগ্রাম। সেখানে বাড়ীর মালীর কলেরা—তাই তাঁরা ফিরে আসছেন। এদিকে টেলিগ্রাম পেয়ে বিকাশেরও কলেরিক্ ডাইরিয়ার উপক্রম। সেই ঝামেলা থেকে কী কোরে যে বেচারী বিকাশ নিস্তার লাভ করলো ছবির পর্দায় তারই বিবরণ চিত্রিত হ'য়েছে।

গীতিকা

এক

[লীলার গীত]

অচেনা প্রিয়রে দেখিলাম আজ
জানালার উপকূলে।
মুখখানি তার পড়িয়াছে মনে
(শুধু) নামটুকু যাই ভুলে!

দুই

[বিকাশের গীত]

তোমার গোপন কথাটি
সখি রেখনা মনে,
বল আমায় গোপনে।
বল আমায়, বল আমায়
বল আমায় গোপনে।

তবে গভীর রজনী, নীরব মেদিনী
সুপ্তি মগন বিহগ-গীতি কুসুম কাননে।
বল অশ্রু জড়িত কণ্ঠে—
বল সরম জড়িত কণ্ঠে
আমি কানে না শুনিব গো
শুনিব প্রাণের কোনে।

তিন

[লীলার গীত]

পিরীতি নামের এ তিন আখর
কে ভুবনে আনিল নাগর।
পিরীতি শুনিতে ভাল প্রাণ পিরীতি করিতে গেল
সখারে, প্রাণ অর অর ঝাঁটিতে আখর।
লোকের কথায় কিবা আসে যায়
কুলোকে অনেক কয়।
সেই সে পিরীতি যে জানে গো রীতি
চোর হ'য়ে চোর নয়।

চার

[লীলার গীত]

চাঁদের বুকে প্রিয়ার মিলন আজকে শুভ আশীষ ঢালো।
পূর্ণ কর পূর্ণিমাতে কিরণ ভাতি নিকষ কালো।

পাঁচ

[লীলার গীত]

ভাবতে প্রেম উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন—
এখন বল করবে কি ? হলে অন্য মন।
রসিক বলে,—বর্ত্তমানে যা পেয়েছ তাই
কণ্ঠ ভরে পান করবে,—ওরে, প্রেমিক ভাই !